জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী চেয়ারম্যান প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন শীর্ষক

সংবাদ সম্মেলন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬)

ভারতবর্ষে হাজার বছর ধরে গ্রামীন সমাজে স্বশাসিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮৭০ সালে বৃটিশ ভারতে দি বেঙ্গল ভিলেজ চৌকিদারি এ্যাক্ট প্রণয়ন ছিল আমাদের স্থানীয় সরকারের ইতিহাসে প্রথম আইনী ভিত্তি। ১৮৮৫ সালে প্রণীত দি বেঙ্গল সেলফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্টের আওতায় যে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকারের গোড়াপত্তন হয়, তার মধ্য দিয়ে 'জেলা বোর্ড' নাম নিয়ে যাত্রা শুরু হয় আমাদের আজকের জেলা পরিষদের। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত এই কাঠামোটি টিকে ছিল 'জেলা কাউন্সিল' নাম ধারণ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে জেলা পর্যায়ের এই কাঠামোটির প্রথম নাম হয় 'জেলা বোর্ড' এবং পরবর্তীতে জেলা পরিষদ। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর প্রণীত সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে, "আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে" উল্লেখ করে প্রশাসনিক স্তর হিসেবে জেলা পর্যায়েও স্থানীয় সরকারের কাঠামো সৃষ্টির অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালে জেলা পর্যায়ে গভর্নর নিয়োগ করে তার অধীনে জেলা প্রশাসনকে নিয়ে আসা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা কার্যকর হয়নি। পরে বিএনপি শাসনামলে 'জেলা উন্নয়ন সমন্বয়ক' -এর পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৮ সালে জাতীয় পার্টির শাসনামলে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়; পরবর্তীতে বিএনপি'র শাসনামলে তা বাতিল করা হয়। ১৯৯২ সালে উপজেলা পরিষদ বাতিল সংক্রান্ত "কুদরত-এ-এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ" মামলার রায়ে সংবিধানিক আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে প্রতিটি স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইন প্রণয়ন পূর্বক ছয় মাসের মধ্যেই সকল স্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সরকারগুলো সেই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেনি। ১৯৯৬-এ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক সরকার গঠনের পর ২০০০ সালে জেলা পরিষদ আইন পাস করা হলেও পরবর্তীতে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। পুনরায় ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এবং ২০০০ সালে প্রণীত আইনের আওতায় ২০১১ সালে জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ২০০০ সালে প্রণীত জেলা পরিষদ আইনে ২০১৬ সালে সামান্য কিছু সংশোধনী আনা হয়। উক্ত সংশোধিত আইনানুযায়ীই বর্তমানে জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আইনে বর্ণিত নির্বাচন পদ্ধতির সাথে সুজন-এর পক্ষ থেকে আমরা একমত না হলেও, প্রথমবারের মত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জেলা পরিষদ গঠনের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী আগামী ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত অবশিষ্ট ৬১টি জেলায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ইতোমধ্যেই মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রদত্ত চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী চেয়ারম্যান পদে ১৪৯ জন, সাধারণ সদস্য পদে ২,৯৯৮ জন এবং সংরক্ষিত সদস্য পদে ৮২০ জন, সর্বমোট ৩,৯৬৭ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সংরক্ষিত আসনে সদস্য পদে ৮২০ জন নারী প্রার্থী ছাড়াও, ৪ জেলায় চেয়ারম্যান পদে ৪ জন, ৯ জেলায় সাধারণ সদস্য পদে ১২জন, সর্বমোট ৮৩৬ জন প্রার্থী নারী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, সাধারণ সদস্য পদপ্রার্থীদের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হবে। কেননা, চুয়াডাঙ্গা জেলার ৩ ও ১৫ নং ওয়ার্ড এবং নওগাঁ জেলার ৪ ও ৮ নং ওয়ার্ডের কোনো তথ্য গতকাল ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত কমিশনের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে ঐ ৪টি ওয়ার্ডে কতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তা বুঝা যাচ্ছে না।

আমরা জানি যে, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেছেন। আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে চাই। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের চেয়ারম্যান প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পাবেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগেও আগ্রহী হবেন ভোটাররা।

আমরা জেলা পরিষদ নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী চেয়ারম্যান প্রার্থীদের বিশ্লেষণকৃত তথ্য নিম্নে তুলে ধরছি। উল্লেখ্য মোট চেয়ারম্যান প্রার্থী সংখ্যা ১৪৯ জন হলেও, লালমনিরহাট জেলার ৩ জন চেয়ারম্যান প্রার্থীর তথ্য ওয়েব সাইটে পাওয়া না যাওয়ায় ১৪৬ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। শুধুমাত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীই নয়, ৭৩ জন সাধারণ সদস্য প্রার্থী এবং ১৪ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য প্রার্থীর হলফনামাও গতকাল ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়নি।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ	মোট	মন্তব্য
১৫	৭	১৯	৭৬	২৬	৩	১৪৬	
১০.২৭%	৪.৭৯%	১৩.০১%	৫২.০৫%	১৭.৮০%	২.০৫%	১০০%	

- মোট ১৪৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০২ (৬৯.৮৬%) জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। এস এস সি বা তার কম শিক্ষাগত যোগ্যতা ২২ (১৫.০৬%) জনের।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রার্থীদের অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত হলেও স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তর জেলা পরিষদের নেতৃত্ব দানকারী চেয়ারম্যান পদটিতে বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ১৫ (১০.২৭%) জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
১৩ ৮.৮৯%	৮৩ ৫৬.৮৪%	১২ ৮.২১%	২৩ ১৫.৭৫%	১ ০.৬৮%	৯ ৬.১৬%	৫ ৩.৪২%	১৪৬ ১০০%	

- মোট ১৪৬ জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৩ (৫৬.৮৪%) জন প্রার্থীর পেশা ব্যবসা, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩ (১৫.৭৫%) জনের পেশা আইনজীবি।
- অন্যান্য নির্বাচনের মত জেলা পরিষদ নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১৫ ১০.২৭%	৩৬ ২৪.৬৫%	২ ১.৩৬%	৩ ২.০৫%	৮ ৫.৪৭%	০ ০%	১৪৬ ১০০%	

- মোট ১৪৬ জন মধ্যে ১৫ জনের (১০.২৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৬ জনের (২৪.৬৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৮ জনের (৫.৪৭%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ২ জনের (১.৩৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৩ জনের (২.০৫%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা আছে বা ছিল।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো সময় মামলা ছিল বা আছে।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১৫ ১০.২৭%	৬১ ৪১.৭৮%	৪৫ ৩০.৮২%	৫ ৩.৪২%	৫ ৩.৪২%	৬ ৪.১০%	৯ ৬.১৬%	১৪৬ ১০০%	

- মোট ১৪৬ জন চেয়ারম্যান প্রার্থীর অধিকাংশই (৭৬ জন বা ৫২.০৫%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে আয় করেন। বছরে কোটি টাকার বেশি আয় করেন ৪.১০% (৬ জন)। বছরে ২ লক্ষ টাকার কম আয়কারী প্রার্থী রয়েছেন ১৫ জন (১০.২৭%)। ৯ জন (৬.১৬%) প্রার্থী আয়ের বিষয়টি উল্লেখ করেননি।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রার্থীদের মধ্যে স্বল্প আয়ের যেমন আছেন, তেমনি কোটি টাকার অধিক আয়কারীও আছেন।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
৪৪ ৩০.১৩%	৪১ ২৮.০৮%	১৮ ১২.৩২%	১৬ ১০.৯৫%	১৭ ১১.৬৪%	৪ ২.৭৩%	৬ ৪.১০%	১৪৬ ১০০%	

- মোট ১৪৬ প্রার্থীর মধ্যে ৪৪ জনের (৩০.১৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নীচে। কোটির টাকার অধিক সম্পদের মালিক রয়েছেন ২১ জন (১৪.৩৮%)। তবে ৬ জন (৪.১০%) প্রার্থী সম্পদের বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

- তবে এও সত্য যে, প্রার্থীদের হলফনামায় সম্পদের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই বর্তমান সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য।

৫. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা	মন্তব্য
১ ০.৬৮%	৪ ২.৭৩%	৩ ২.০৫%	১ ০.৬৮%	১ ০.৬৮%	৪ ২.৭৩%	১৪৬ ১০০%	১৪ ৯.৫৮%	

- মোট ১৪৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৯.৫৮% (১৪ জন) ঋণ গ্রহীতা। ঋণ গ্রহীতা ১৪ জনের মধ্যে ৫ জন (৩৫.৭১%) কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছেন।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্য

৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী	মন্তব্য
১৯ ১৩.০১%	২ ১.৩৬%	১৫ ১০.২৭%	৩ ২.০৫%	৭ ৪.৭৯%	১ ০.৬৮%	৩ ২.০৫%	১৪৬ ১০০%	৫০ ৩৪.২৪%	

- মোট ১৪৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৫০ (৩৪.২৪%) জনের আয়কর প্রদানের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। কর প্রদানকারী ৫০ জনের মধ্যে ২১ জন (৪২%) ১০ হাজার টাকার কম এবং ১১ জন (২২%) লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সকল প্রার্থীর মধ্যে ন্যূনতম ৫ হাজার বা তার কম কর প্রদানকারী যেমন ১৯ জন (১৩.০১%) প্রার্থী রয়েছেন; তেমনি সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারীও রয়েছেন ৩ জন (২.০৫%)।
- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। তবে ইতোমধ্যেই আইনজীবি জনাব ইউনুছ আলী আকন্দের হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে, জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ঘোষিত তফসিল কেন অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে আদালত রুল জারি করেছেন। একই সঙ্গে পরোক্ষ ভোটের বিধান সম্বলিত জেলা পরিষদ আইনের ৪ (২), ১৭ ও সংশোধিত আইনের ৫ ধারা কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, রুলে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ঘোষিত এ রুলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, আইন সচিব, স্থানীয় সরকার সচিব ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, রুলের জবাব দেয়ার নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যদি এই রিটের রায়ে নির্বাচনী তফসিল বা পরোক্ষ ভোটের বিধান অবৈধ ঘোষণা করা হয়, তবে আর এক ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হবে।

জেলা পরিষদ নির্বাচন নির্দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও, নির্বাচকমন্ডলীর আওতাভূক্ত ব্যাপক সংখ্যক জনপ্রতিনিধি দলভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন দল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এ কারণে বিভিন্ন দলের সমর্থনে যারা প্রার্থী হতে চান, সম্ভবত জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকায় তারা প্রার্থী হতে আগ্রহ দেখাননি। তাই স্বল্প সংখ্যক প্রার্থীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠেয় এই নির্বাচনকে ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বলার কোনো সুযোগ নেই। ইতোমধ্যেই ২২টি জেলার চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীগণ বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। বিগত পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও ব্যাপক সংখ্যক মেয়র ও চেয়ারম্যান প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সাধারণত আমাদের দেশে বিভিন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, সে ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা না থাকলেও আমরা চাই, এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হোক। আমাদের প্রত্যাশা, নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই অর্থাৎ সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও সমর্থকরা স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবেন।

একইসাথে পরবর্তী মেয়াদের নির্বাচনের পূর্বেই কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

- নির্বাচক মন্ডলীর পরিবর্তে সরাসরি জনগণের ভোটে জেলা পরিষদ নির্বাচনের ব্যাবস্থা করুন।
- মাননীয় সংসদ সদস্যদের জেলা পরিষদের উপদেষ্টার রাখার বিধান পরিবর্তন করুন।
- চেয়ারম্যানসহ জেলা পরিষদের সদস্যদের আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেই সাময়িক বরখাস্ত করার বিধান বাতিল করুন।

আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, যে সকল নির্বাচনে হলফনামা দাখিলের বিধান রয়েছে, ভবিষ্যতে তার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে প্রার্থীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত হলফনামা, সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির উৎস ও ব্যয়ের বিররণী এবং আয়কর বিবরণী দ্রুত ও যথাযথভাবে সন্নিবেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করুন। প্রতিনিয়ত ওয়েব সাইটে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যাচাই করে দ্রুততার সাথে ত্রুটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

পরিশেষে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে, এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হবে। কেননা, সম্ভবত এই কমিশনের জন্য এটিই সর্বশেষ নির্বাচন। আমাদের প্রত্যাশা নির্বাচন কমিশন তাঁদের এই শেষ কর্মযজ্ঞটি দায়িত্বশীলতা, কঠোরতা ও সাহসিকতার সাথে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।